১০-১১-১৬ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে আসো নিজেদের রাজ্য-ভাগ্যের সৌভাগ্য বানাতে। তাই যত বেশী স্মরণের যোগে থাকবে, ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে মনোযোগ দেবে - তত বেশী তোমরা সৌভাগ্যের অধিকারী হতে থাকবে।"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গম সময়ে, শ্রীমতের কোন্ বিষয় অনুসরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সৌভাগ্যকে শ্রেষ্ট বানাতে পারো ?

উত্তর :- সঙ্গমে বাবার শ্রীমত হলো- মিষ্টি বাচ্চারা নির্বিকারী হও। দেহী-অভিমানী হওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করো। যদি কখনও কোনও পাপ কর্ম না করো, তবেই ২১ জন্মের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী হতে পারবে।

গীত :- তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ, ম্যায় এক নই দুনিয়া বসাকর আই হু.....। (আমার সৌভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি.....)।

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা, তোমরা তো গীত শুনলে। গীতের এই দু-লাইনের ভাব ও অর্থ যারা বুঝতে পেরেছো, তারা হাত ওঠাবে। 'তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ'- এই কথা কে বললো ? --অবশ্যই আত্মা! সবার আত্মাই তা বলে থাকে - আমি আমার সৌভাগ্যকে তৈরী করেই এসেছি । কিন্তু, কি সেই সৌভাগ্য ? -- নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার সৌভাগ্য। নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গ। আর বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া হচ্ছে নরক। এই কথাগুলি তো আত্মারাই বলে থাকে। আর তা বলার জন্য আত্মার তো অবশ্যই শরীরের দরকার, তবেই তো সে বলতে পারবে। জীবাত্মারাই এ কথা বলে যে, আমি এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে আসি আমার সৌভাগ্য বানাতে। কিন্তু তা কে পড়ান এখানে ? -- শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর। যিনি মানুষ থেকে দেবতা অথবা পতিত-অপবিত্রদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেন। নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাতে পারেন, এই এক ও একমাত্র বাবা-ই। এই নরক তো আগুনে ভষ্মই হয়ে যাবে। দুনিয়াতে এমন কোনও স্কুলই নেই যে, যেখানকার ছাত্ররা বলতে পারে যে, আমরা বেহদ-অসীমের বাবার কাছে এসেছি। কিম্বা জগতে এমনও কেউ নেই যে বলতে পারে - আমিই তোমাদের বাবা, আবার শিক্ষক, এবং গুরুও আমি। এই ব্রহ্মাও কিন্তু তা বলতে পারে না। একমাত্র শিববাবা-ই তা বলে থাকেন যে, --আমিই সবার বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও। উনিই বসে বাচ্চাদেরকে সেই পাঠ পড়ান। তাই তো বাচ্চাদেরও উচিত, নিজেদের সৌভাগ্যকে বানিয়ে নেওয়া। বাচ্চারা নিজেরাই কিন্তু তা বলে। তারা এখানে এসেছে, নতুন দুনিয়ার রাজধানীর অধিকারী হবার সৌভাগ্য বানাতে। তারা এটাও জানায় যে তাদের তো জানা হয়েই গেছে, এই পুরোনো দুনিয়া ধ্বংশের দোরগোড়ায়। বাবা এসে আবার নতুন দুনিয়া স্থাপন করান। তোমরা ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হবার লক্ষ্যে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পাঠ পড়ো। অর্থাৎ তোমরা সেই রাজধানীর অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য বানাতেই এসেছো। সেই রাজযোগই তোমরা শিখছো এখানে। যদিও এই গান চলচ্চিত্রের /সিনেমার লোকেদের দ্বারা স্বরলিপি করা হয়েছে, কিন্তু তার মর্মার্থকে তো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমনটা বাবা সব বেদ-শাস্ত্রের সারকে বোঝাতে থাকেন এখানে বসে। বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই ভক্তি-মার্গের রমরমা। সত্যযুগে ভক্তি, মন্দির ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তোমরা অর্দ্ধেক কল্প ধরে ভক্তিই করে আসছো। অবশেষে এখন ভগবানকে পেয়েছো। আদির শুরুতে ভারত

খন্ডই ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। তারপর ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে তাদের সেই সৌভাগ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এই সময়ে বাবা আবার তোমাদের ভাগ্যকে সৌভাগ্যের করে তোলেন। আর এই নিমিত্তেই বাবা স্বয়ং এসে হাজির এসেছেন তোমাদের ভাগ্য বানাতে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, ওনার প্রতি স্মরণের যোগ রাখতে। যেহেতু এখন তোমরা খুবই পাপ-আত্মায় পরিণত হয়েছো। প্রথম দিকে একমাত্র শিববাবার প্রতিই ভক্তি করা শুরু হয়। যাকে অব্যভিচারী-ভক্তি বলা হয়। পরবর্তীতে সেই ভক্তিই ব্যভিচারী হয়ে ওঠে। তাই তো বাচ্চাদের শুরুতেই এটা নিশ্চয় হওয়া দরকার যে, কাকে ভগবান বলা হয় -- যিনি আমাদেরকে ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ান। যার নিজস্ব কোনও শরীর নেই অথচ উনি এই (ব্রহ্মার) শরীরে অবস্থান করে, এসব জানান। ঠিক যেমন তোমাদের আত্মাও তোমাদের এই শরীরে অবস্থান করে বলেই কথা বলতে পারে। কিন্তু যখন মানুষেরা মারা যায়, তারপর যখন তাকে শ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার মাঝ-পথে, শবদেহ নাড়াচাড়া করে, তার মানে এই নয় যে, আত্মা চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, সে যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই তখন এমন বলা হয় যে, -- অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে কারও প্রকৃত জ্ঞানটাই যে নাই। এ রকমও ঘটে কখনও কখনও- চিতায় শুয়েও জেগে (বেঁচে) ওঠে, কখনও বা- তখন তাকে আবার উঠিয়েও আনে। তবে এক্ষেত্রে কি হয়েছে, তা কি বলা যায় ? --সেই সময়ে আত্মা কোথাও লুকিয়ে ছিল। অবশেষে সে তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে এসেছে। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে, শরীর তো তখন যেন মৃত-শব। আত্মাদের দেশ হলো পরমধাম। তোমরা তো তা জানতেই পেরেছো, তোমরা প্রকৃত অর্থে সেখানকার বাসিন্দা। সর্বপ্রথমে আমরা আত্মারাই সেই ঘর থেকে আসি সত্যযুগে। ভারতবাসীরা, যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, কেবল তারাই আসবে। বাস্তবে যারা যারা ধর্ম স্থাপন করে, তারা শেষ পর্যন্ত্য আসতে থাকে। বৌদ্ধ-ধর্মের অস্তিত্ব স্থাপিত হয়, খ্রীষ্টান-ধর্মের অস্তিত্ব স্থাপিত হয়, (তাদের স্থাপনা হলেই) কেবলমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মের যারা রাজত্ব করতে থাকে, তাদেরই নাম গুম্ (লুপ্ত) হয়ে যায়। তখন এমন কেউ-ই আর থাকে না, যারা নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলে দাবী করতে পারে। বাবা বাচ্চাদেরকে এটাই বোঝান যে, ভারতবাসীরা তাদের নিজের ধর্মকেই ভুলে গেছে। আমাদের এই গৃহস্থ ধর্ম কতই না পবিত্র ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মহারাজা-মহারাণীর রাজত্ব ছিল। যাদের ভগবতী লক্ষ্মী আর ভগবান নারায়ণ বলা হতো। বাস্তবে ভগবান কিন্তু একজনই। যাকে জ্ঞান-সাগরও বলা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের কিন্তু কোনও জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানের সাগর তো একজনই, একমাত্র শিববাবা। যিনি স্বয়ং বসে, বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমরা এখন সেই পাঠই পড়ছো। পরে এই পাঠ সত্যযুগের দুনিয়ায় ভুলেই যাবে। এখন যেমন প্রত্যেককে তোমরা বোঝাতে পারো, আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পুরো রেকর্ড করা আছে, তোমাদের আত্মা সেই জ্ঞানই নিচ্ছে। ফলে সত্যযুগে গিয়ে সেখানে নিজেদের রাজ্য-ভাগ্যের রাজত্ব করতে পারবে। তখন তোমরাই বলবে, আমরা তো ৮৪ জন্মের চক্র পার করে এসেছি, তাই এখন বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহীর বর্সা নিচ্ছি। প্রত্যেককেই সেই দাদার (ব্রহ্মার) থেকেই বর্সা নিতে হয়। কিন্তু, তা অবশ্য হয়, যার যার নিজের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারেই। যেখানে কোনও ভাগাভাগি চলে না - অজ্ঞান কালে যা ভাগাভাগি হতে পারে। বেহদ অসীমের বাবা জানাচ্ছেন, উনি বাচ্চাদের জন্য স্বর্গের বৈকুন্ঠ স্থাপন করে দেন। সেখানে উঁচু পদের অধিকারী হতে গেলে, নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে তা হবে। যে যত বাবার স্মরণে থাকতে পারবে, তার ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, পবিত্র হতে পারবে। সোনাকে শুদ্ধ করতে যেমন আগুনের ভাট্টীতে দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর সেই সোনার ময়লা-খাদ বেরিয়ে গেলে তা থেকে আসল সোনার গিনি তৈয়ারী হয়-- এই আত্মাও সেরকম আসল সোনার মতনই থাকে, এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে সে তার

অভিনয়ের পার্ট করতে আসে। প্রথমে স্বর্ণ-যুগ, তারপর রৌপ্য-যুগ থেকে মিশ্রণের খাদ জমতে থাকে তাতে। আত্মা তখন অল্প মাত্রায় অপবিত্র হয়। তারপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে তার পতন হতে থাকে। যেমন, ঘর-বাড়ীও প্রথমের দিকে নতুন অবস্থায় থাকে, তারপর ধীরে ধীরে তা পুরোনো হতে থাকে। ১০০ বছর হলে তো তাকে পুরোনো-ই বলা হয়। সেই প্রকারে এই দুনিয়ারও নতুন ও পুরোনো অবস্থা হয়। এই দুনিয়াই আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নতুন অবস্থায় ছিল। যা তখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু, এখন সে সব গেল কোথায় ? মানুষেরা ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে তা পুরোনো হয়ে গেছে। তাদের আত্মায় যেমন ময়লা জমেছে, শরীরও তেমনি ময়লা হয়ে গেছে। উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ থেকে কালচে-শ্যামবর্ণের হয়ে গেছে। কৃষ্ণকেও সে রকমের ফর্সা আর কালো দেখানো হয়। যার পা দেখানো হয় নরকের দিকে, আর মুখ দেখায় স্বর্গের দিকে। তোমরাও কিন্তু সেই কুলের। তোমাদেরও পা নরকের দিকে আর মুখ রয়েছে স্বর্গের দিকে। তোমরা প্রথমে নির্বাণধামে গিয়ে তারপর স্বর্গে আসবে। কলিযুগ সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়ে যাবে আগুনে। মুসলধারে বৃষ্টি হবে, অগ্নি-সংযোগ, ভূমিকম্প ইত্যাদি হতেই থাকবে লাগাতার । পাপী আত্মারা তাদের সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়েই ঘরে ফিরবে। খুব অল্প সংখ্যকই জীবিত থাকবে। এরই মধ্যে পবিত্র আত্মারাও আসতে থাকবে। এখন সব আত্মারাই কাঁটা তুল্য। কাম-বিকারের প্রবণতা, একে অপরের প্রতি মারামারি ও ক্ষতি-সাধন করতেই থাকবে। অথচ, বাবা বার বার বলছেন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। তাই তো উনি জানাচ্ছেন, যদি ওনাকে স্মরণ করতে থাকো, উনি তোমাদের স্বর্গের বর্সা দেবেন, ফলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। পূর্বে তোমরা যখন পবিত্র ছিলে, তখন তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারও পবিত্র ছিল। আর এখন তোমরা অপবিত্র-পতিতে পরিণত হওয়াতে, তোমাদের গৃহস্থ ব্যাবহারও অপবিত্র, বিকারী হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমাদের ব্যাবসা-পত্রও সততার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেহেতু সেখানে মিথ্যা বলার প্রয়োজন-ই পড়ে না। মিথ্যা তখনই কেউ বলে, যখন তার অনেক বেশী পয়সা রোজগারের লোভ থাকে। কিন্তু, সেখানে তো অজস্র অর্থ, ধন-রত্নের সম্ভার। ফল-ফলাদি, আনাজ-সব্জি এসবের কোনও মূল্যই লেন-দেন হয় না। সেখানে কোনও গরীব থাকে না। যে সব চাইতে ভালো পুরুষার্থ করে, সে মহারাজার পদ পায়। সেখানকার প্রাসাদ-অট্টলিকাগুলিতে হীরে-মুক্তো-মানিকে খোঁচিত থাকে। যারা সেভাবে সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করে না, তারা প্রজাতে স্থান পায়। রাজ-ঘরানার সবাই সেখানে রাজা-রাণী, রাজকুমার-রাজকুমারী হয়ে থাকে। আবার প্রজাদের মধ্যেও তাদের পুরুষার্থের ক্রমানুসারে- কেউ ধনী-প্রজা আবার কেউ গরীব-প্রজা। কিন্তু সবাইকেই পবিত্র অবশ্যই হতে হবে সেখানে। সেখানে কেবল মাত্র একজন করেই থাকে --রাজা-রাণী ও মন্ত্রী, (পরামর্শদাতা)। সেখানে অনেক উজীর-নাজিরের দরকার পরে না। রাজা নিজেই যথেষ্ট সক্ষম হন, তার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে। বাচ্চারা, তোমরাও অন্যদেরকে এসব বোঝাতে পারবে, বাবা যে পদ্ধতিতে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আমরা ভারতবাসীরাই একদা দেবী-দেবতা ছিলাম। সত্যযুগে দুনিয়াটা আমাদেরই রাজত্ব ছিল। তখন আমাদের গৃহস্থ ব্যবহারও পবিত্র ছিল। আমরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের বাসিন্দা ছিলাম, তারপর ধীরে ধীরে অপবিত্র-পতিত হতে হতে আমরা এখন নরকবাসীতে পরিণত হয়েছি, পরে যা আবার স্বর্গবাসী-ই হবো। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট এভাবেই পূর্ব-নির্ধারিত। মাত্র এক জন্মেই (সঙ্গমে) স্বর্গ-বাসী হওয়া যায়। কিন্তু নরকবাসী হতে ৮৪ বার জন্ম নিতে হয়। সিঁড়ির চিত্রে তা পরিস্কার ভাবে দেখানো আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই বোধটা পাকা হয়েছে যে, এরপর তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে সেখানে রাজত্ব করবে। যেহেতু এখন তোমরা বাবার থেকে বর্সা নিচ্ছো তো সেই জন্যই। একমাত্র এই বাবা-ই সেই সত্যটাকে জানিয়ে তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাচ্ছেন। জাগতিক লোকেরা যে সত্য-নারায়ণের কথা শুনে থাকে, তার ফলে কিন্তু কেউ

নর থেকে নারায়ণ হয় না। অতএব তা তো মিথ্যা কথার-ই সামিল হলো- তাই না ! তোমরা এখানে বসে আছো, নর থেকে নারায়ণ হবার লক্ষ্যেই। অন্য কেউ-ই এভাবে দৃঢ়তার সাথে তা বলতে পারবে না যে, পবিত্র হবে, কেবল মাত্র আমাকে স্মরণ করলে। জাগতিক সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা শোনানো হয় পূর্ণিমা তিথিতে। এই পূর্ণিমা বলা হয় চন্দ্রের ১৬ কলা পূর্ণকে। অবশেষে কম হতে হতে চন্দ্রমার কলা যখন ক্ষীণচন্দ্রে (সরু) পরিণত হয়, তখন তাকে অমাবশ্যা বলা হয়। অমাবশ্যার অর্থ তমসাচ্ছন্ন রাত্রি। সত্যযুগ- ত্রেতাকে দিন, আর দ্বাপর-কলিযুগকে রাত বলা হয়। এই সব বিষয়গুলিকে বোঝার ব্যাপার আছে। শিববাবা স্বয়ং বসে সেগুলিই বোঝাতে থাকেন। উনি একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও বটে। যিনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে আত্মাদেরকে পাঠ পড়ান। বাবা আরও জানাচ্ছেন, যেভাবে ওনার (ব্রহ্মার) আত্মা দুই ভ্রুকুটির মাঝে বসে থাকে, উনিও এসে সেখানেই বসেন। সেখানে বসে থেকেই তোমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ান। শুরুতে তোমরা পবিত্রই ছিলে, পরে পতিত-অপবিত্র হয়েছো। অতএব এখন কেবল এই বাবাকেই (আমাকে) স্মরণ করো। যেহেতু পবিত্র হতে না পারলে ঘরে ফিরতে পারবে না। পবিত্র হলেই হাল্কা হয়ে উড়ে যেতে পারবে। সবাই তো আমাকে ডাকতে থাকে- হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও, যাতে আমরা হাল্কা হয়ে উড়ে যেতে পারি। যাতে আপন ঘর মুক্তিধামে যেতে পারি। ওটাই আত্মাদের নিজস্ব ঘর। পতিত-অপবিত্ররা তো সেই ঘরে ফিরতে পারে না। যে খুব যত্ন সহকারে এই শিক্ষাকে ধারণ করতে পারবে, সে তত তাড়াতাড়ি স্বর্গে স্থান পাবে। আর তা না হলে, সে দেরীতেই পৌঁছোবে। নতুন ঘরে তো তাড়াতাড়িই যাওয়া উচিত। নতুন ঘরেই তো যত মজা! অতএব প্রথম দিকে সত্যযুগেই যাওয়া উচিত। মাম্মা-বাবাও (ব্রহ্মা) সত্যযুগের শুরুতেই আসেন। তবে আমরাই বা দেরী করে যাবো কেন ! তাই তোমরা সবাই ব্রহ্মা বাবাকেই অনুসরণ করো। আর এই বাবাকে (শিবকে) স্মরণ করতে থাকো। কোনও ব্যাপারে অসুবিধা হলে, শিববাবার কাছ থেকে তা জেনেও নিতে পারো। একমাত্র শিববাবার শ্রীমতেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া তো ৫ বিকার রূপী রাবণের মত অনুসারে চলে আসছো। সর্ব প্রধান বিকার হলো দেহ-অভিমান। কিন্তু বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা আত্মারা পরম ধামের নিবাসী, যাকে আবার শান্তিধামও বলা হয়ে থাকে। এ ধরণের কথা অন্যেরা কেউ বোঝাতেই পারে না। একমাত্র বাবাই তা বোঝাতে পারেন। তোমাদের আত্মা এই ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা শুনে থাকে। সত্যযুগে কখনও কারও শরীর খারাপ হয় না। কিন্তু বর্তমানের এই কলিযুগে তো বসে থেকেও অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। সত্যযুগে এ ধরণের কোনও ঘটনাই ঘটে না। যেহেতু তার নামই হেভেন, প্যারাডাইস্ বা স্বর্গ-ধাম। তারপর আবার চক্রের নিয়মে আমরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্মের চক্র পুরো করি। এরপরে বাবা এসে আমাদেরকে স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলেন। তোমরা এখন নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠছো। বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো নরক হয়ে আছে। তোমরা এখানে এসেছো, নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার সৌভাগ্যের লক্ষ্যে। তাই তো তোমরা বলতে পারো, আমরা শিববাবার কাছে এসেছি, সৌভাগ্য তৈরীর লক্ষ্যে। কল্পে কল্পে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে (এই সঙ্গম সময়ে) আমরা সেই সৌভাগ্য বানাবার সুযোগ পাই। তারপর আমরা স্বর্গবাসী হই। আবার রাবণ রাজ্য শুরু হলে, আমরা বিকারী হয়ে যাই। বর্তমান সময়ে তো সবাই বিকারী পতিত হয়ে আছে, সে কারণেই বাবা আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করাতে। আর সেই নতুন দুনিয়ায় থাকবে কেবল তোমরা বাচ্চারাই। বাদ বাকীরা সবাই চলে যাবে শান্তিধামে- উপরের থেকেও অনেক উপরে যেখানে আত্মাদের কল্প-বৃক্ষের ঝাড় থাকে। তারপর যে যার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-এর সময় অনুসারে নীচে (এই দুনিয়ায়) আসতে হয়। যখন আমাদের রাজত্ব চলবে, তখন সেখানে অন্য ধর্মের কেউ থাকে না।

আবার দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্যের শুরু হয়। এই সব কথাগুলো খুব ভালভাবে আত্মস্থ করতে হবে। বর্তমানের এই দুনিয়াতে থেকেই নিজেদেরকে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হবার উপযুক্ত হতে হবে। নরকবাসী মানুষদের 'অসুর' আর স্বর্গবাসী মানুষদের 'দেবতা' বলা হয়। বর্তমানে সবাই আসুরী স্বভাবের। বাবা বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে তাদেরকে পুরুষার্থের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। তিনি পবিত্র হতে বলছেন। তোমাদের যা কিছু জানার, তা জিজ্ঞেস করতে থাকো। কেউ কেউ আবার বাবাকে বলেন, "বাবা, ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে মিথ্যে কথা তো বলতেই হয়। কিন্তু মিথ্যা কথা বললে তো পাপ হয় !" যদি এমন হয়, বাবার স্মরণে থাকলে, সেই পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। আজকের এই দুনিয়াতে থাকতে গেলে সবাই যে পাপ করতে বাধ্য। কত ভাবেই ঘুষের লেন-দেনও চলে।" প্রদর্শনীর এই চিত্রগুলি যেন এক-একটা ম্যাপের মতন। এই ধরণের ম্যাপ আর কোথাও দেখতে পাবে না। তা দেখে যদি কেউ নকল করে বানায়ও, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থটাই অন্যেরা কেউ বুঝে উঠতে পারবে না। প্রদর্শনী ও মেলাতে তো অনেক লোকই আসে, তখন তাদেরকে বলো, মাত্র ৭-দিন এসে বুঝলেই তোমরা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবার উপযুক্ত হতে পারবে। এখন তো তোমরা নরকবাসী হয়ে আছো। সিঁড়ির চিত্রে দ্যাখো, কত পরিস্কার ভাবে তা বোঝানো আছে। বর্তমান দুনিয়া তো পতিত-অপবিত্র দুনিয়া। কিন্তু পবিত্র দুনিয়া ঠিক এর পরেই, যা চিত্রের উপরে রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো- বাবা আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী অবশ্যই হবো। তোমরা সেই শিবালয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত। তাই তোমরা মোটেই কোনও বিকারের মধ্যে যাবে না। মায়ার ঝড়-তুফান তো আসবেই অনেক, কিন্তু তোমরা তাতে নগ্নতার মতন পতিত অবশ্যই হবে না। তোমরা যদি সে ধরণের পতিত হয়ে পড়ো, তবে তা হবে এক বিশাল ভুল, যার ফলে ধর্মরাজের থেকে খুবই কঠিন সাজা পেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রূহানী বাবা তার রূহানী বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার !

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে, যে আসুরী স্বভাবগুলি আছে, মিথ্যা বলার অভ্যাস - এসব ত্যাগ করতে হবে। দৈবী সংস্কারগুলিকে ধারণ করতে হবে।

২) আপন ঘরে ফেরার লক্ষ্যে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মায়ার ঝড়-তুফান এলেও, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কখনও কোনও বিকর্ম করা চলবে না।

বরদান :- নিরন্তর বাবারই সাথে -- এই অনুভূতির দ্বারা প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সংকল্পে সহযোগী হয়ে সহজযোগী হও (ভব)!

যেমন যতক্ষণ শরীর আর আত্মার পার্ট থাকে ততক্ষণ আলাদা হতে পারে না। সেই ভাবেই বুদ্ধিকে লাগাতার বাবার স্মরণে রাখলে, সর্বদা বাবার সাথেই আছো, এই চিন্তায় থাকলে, অন্য কোনও স্মৃতিই আকর্ষণ করতে পারে না-- একেই সহজ আর স্বতঃযোগী বলা হয়। এই ধরণের যোগীরা প্রতিটা সেকেন্ডে, প্রতিটা সংকল্পে, প্রতিটা বচনে, প্রতিটা কর্মে সহযোগী হয়। সহযোগী অর্থাৎ যার একটি সংকল্পও সহযোগ ছাড়া ভাবে না। এই ধরণের যোগী আর সহযোগীরা শক্তিশালী হয়।

স্লোগান :- সমস্যা স্বরূপ না হয়ে সমস্যাকে দূর করে তার সমাধান স্বরূপ হও।